গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-৬ শাখা

...

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	২৫ অক্টোবর ২০২১।
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

২.০ উপস্থাপনা

২.১ সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

গত ১৫.১০.২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত/পরামর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।

সিদ্ধান্ত নং	১ম পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
১.৩	প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ (আর্থিক ও বাস্তব) অগ্রগতি অর্জনে প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন গতিশীল করা হয়েছে। তবে- • প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১২.০৯.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুমোদন লাভ করলেও প্রশাসনিক অনুমোদন ও ১ম অর্থ ছাড় ২১.০৬.২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রায় এক বছর বিলম্বিত হয়; • ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাইট (উপ-প্রকল্প এলাকা) না পাওয়া; এবং • গত বছর কোভিড-১৯ এর প্রভাবে প্রকল্পটি নিম্ন অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া। তথাপিও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৪২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.৪৭% হয়েছে।
১.৪	নিয়মিত পিএসসি ও পিআইসি সভা আয়োজন করতে হবে।	কোভিড-১৯ অতিমহামারির কারণে পিএসসি সভা নিয়মিত আয়োজন করা সম্ভব না হলেও বর্তমানে পিএসসি সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি পিআইসি সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।
১.৫	প্রকল্পের সকল দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। e-gp এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে রিভিউয়ার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্পের শুরুতে পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে e-gp প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন হতে প্রকিউরমেন্ট এর e-gp প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন কমিটিতে এবং রিভিউয়ার হিসেবে মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রকল্প পরিচিতি :

প্রকল্পের শিরোনাম: সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প ।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)।

মেয়াদ: জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২ পর্যন্ত

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পাম্প স্থাপন এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী:

ক) সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প পরিচালনা করে দেশের সেচ কাজে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সাশ্রয় করা;

খ) সৌরশক্তি চালিত গভীর নলকূপের পানি বহুমুখী (ফার্ম ও নন-ফার্ম) কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো;

গ) আরডিএ-উদ্ভাবিত (সোলার সিস্টেম) মডেলে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা ও সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে জমির অপচয় রোধ করা;

ঘ) একই জমিতে একই সময় দ্বি-স্তরে দুইটি বিভিন্ন ধরণের ফসল (দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তিতে) চাষাবাদের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি;

ঙ) আরডিএ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ খরচসহ উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং

চ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর আরডিএ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রস্তাবিত প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত মূল কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- সৌরশক্তি নির্ভর অগভীর (০.৫-১ কিউসেক) নলকূপ স্থাপন;
- আরডিএ মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি সাথি ফসল হিসেবে মাচায় উচ্চফলনশীল সব্জি চাষের ব্যবস্থা;
- পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ইরিগেশন) কাঠামো তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ এবং
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রকল্প এলাকা

- দেশের ৮টি বিভাগের ৩২টি জেলার মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক প্রকল্প এলাকা নিম্নরূপ-
- ঢাকা: গোপালগঞ্জ-১, ফরিদপুর-১, মানিকগঞ্জ-১, গাজিপুর-১ (০৪টি)
- রাজশাহী: রাজশাহী-১, নওগাঁ-১, বগুড়া-২, সিরাজগঞ্জ-১ (০৫টি)
- চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম-১, লক্ষ্মীপুর-১, কুমিল্লা-১, ফেনী-১, কক্সবাজার-১ (০৫টি)
- বরিশাল: বরিশাল-১, ভোলা-১, ঝালকাঠি-১, বরগুণা-১, পটুয়াখালি-১ (০৫টি)
- সিলেট: সিলেট-২, হবিগঞ্জ-১, মৌলভীবাজার-১, সুনামগঞ্জ-১ (০৫টি)
- রংপুর: পঞ্চগড়-১, রংপুর-১, লালমনিরহাট-১, কুড়িগ্রাম-১, গাইবান্ধা-১ (০৫টি)
- ময়মনসিংহ: নেত্রকোনা-১ (০১টি)

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি :

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী দেশের ৮টি বিভাগের ৩২টি জেলার মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিপরীতে বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও অর্থ বরাদ্দ পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে নির্বাচিত এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

১) প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী সমিতি/NGO/কৃষক সমিতি নির্বাচনের জন্য ২টি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

২) নির্ধারিত প্রকল্প এলাকা হতে আশাব্যাঞ্জক আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে নির্ধারিত জেলা থেকে ৫৮টি এলাকা জরীপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে।

৩) জরীপকৃত এলাকা হতে এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ২০টি এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ/হস্তান্তর সম্পন্ন করে উপ-প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

এক নজরে অর্থ বছর অনুযায়ী প্রায়োগিক গবেষণা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন :

অর্থ বছর	সংখ্যা	উপ-প্রকল্পসমূহ
২০১৭-১৮	২টি	(১) চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম; এবং (২) মীরকামারী, পবা, রাজশাহী।
২০১৮-১৯	৫টি	(১) মাধইল, নিয়ামতপুর, নওগাঁ; (২) ফতেহপুর, গোয়াইনঘাট, সিলেট; (৩) মধ্যনগর নয়াপাড়া, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ; (৪) ইকরচালী, তারাগঞ্জ, রংপুর; এবং (৫) জয়পুর, ছাগলনাইয়া, ফেনী।
২০১৯-২০	৭টি	(১) বানিয়াচং, চান্দিনা, কুমিল্লা; (২) ছোট ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ; (৩) কোদন্ডা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা; (৪) নামুজা, বগুড়া সদর, বগুড়া; (৫) হাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার; (৬) চরখলিফা, দৌলতখান, ভোলা ও (৭) বামুনিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।
২০২০-২১	৬টি	(১) মাইঠা, সদর, বরগুনা; (২) চামটা, সদর, ঝালকাঠি; (৩) মধুপাড়া, সদর, পঞ্চগড়; (৪) মেন্দিপুর, খালিয়াজুড়ী, নেত্রকোনা; (৫) রাঙ্গামাটি, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা; এবং (৬) সুন্দরগ্রাম পুটিকাটা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ১১টি	চলতি অর্থ বছরে ১১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৮টি এলাকা জরীপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি এলাকা (১) বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর; (২) বুড়িপুকুর, চকরিয়া, কক্সবাজার; এবং (৩) হরিঠাকুর, ভোলার চওড়া, লালমনিরহাট চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। ০২টি সাইট (বড়বাড়ী, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর ও হরিঠাকুর, ভোলার চওড়া, লালমনিরহাট) এর ১০% ডাইন পেমেন্ট জমা হয়েছে; প্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া চলমান। অপর ১টি সাইটের ১০% ডাইনপেমেন্ট জমা নেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এক নজরে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার		
				আর্থিক	শতকরা হার	মোট প্রকল্প ব্যয়
২০১৭-১৮	৫১৮.৭৭	২০০.০০	১৮১.১৭	৯০.৫৯%	৮৩.৩৪%	৪.৫৫%
২০১৮-১৯	৯৭৭.৯৫	১০০০.০০	৯৭৬.২০	৯৭.৬২%	৯৭.৪৯%	২৪.৪৮%
২০১৯-২০	৮৩৫.৪৫	৮২০.০০	৭৯৯.৫৪	৯৭.৫০%	৯৭.৫০%	২০.০৫%
২০২০-২১	৯০২.৭৪	৫১৪.৫৫	৫১২.৫০	৯৯.৬০%	১০০%	১২.৮৫%
২০২১-২২	৭৫৪.০৯	১৩০৭.০০	২০.৫৩	১.৫৭%	১১.৯৪%	০.৫১%
মোট -	**৩,৯৮৯.০০**	**৩,৮৪১.৫৫**	**২,৪৮৯.৯৪**	**৬৪.৮২%**	**৬৮.০৫%**	**৬২.৪৪%**

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা :

- প্রকল্পের মূলধন বিনিয়োগের ১০% ডাউন পেমেন্ট (৫,৭৫,০০০/-) জমার শর্ত রয়েছে যা প্রকল্প গ্রহণকারী কৃষক সমিতি/এনজিও-র পক্ষে প্রদান সময় সাপেক্ষ্য/কষ্টসাধ্য;
- পিভিসি পাইপের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়োজিত ঠিকাদার কাজ বাস্তবায়নে গড়িমসি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে;
- মৌসুম নির্ভর প্রকল্প হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়; এবং
- ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প এলাকা না পাওয়া।

৩.০ বিবিধ আলোচনাঃ

৩.১) প্রকল্পের আওতায় অফসীজনে ২০টি বাসায় বৈদ্যুতিক সংযোগের কথা থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে জনবসতি/ গ্রাম সোলার প্যানেলের মাঠ হতে দূরবর্তী বিবেচনায় ভোল্টেজ ড্রপ এবং দুর্ঘটনার কথা বিবেচনা করে ২০টি বাসায় সোলার হোম সিস্টেম সংযোগের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমান সরকার সকল সোলার সিস্টেম গ্রীড ইন্টিগ্রেশনের নির্দেশনার আলোকে যেখানে থ্রী-ফেজ সংযোগ বিদ্যমান সেসব ক্ষেত্রে ৮টি বাড়ি সোলার হোম সিস্টেম সংযাগসহ গ্রীড ইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৩.২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সোলার ভিত্তিক সেচ প্রকল্প পরিচালিত হলেও আরডিএ, বগুড়া পরিচালিত গবেষণাটি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী যেখানে সোলার প্যানেলগুলিতে নির্দিষ্ট দুরত্বে স্থাপনের ফলে জমির অপচয় রোধ করা হয়েছে। তাছাড়া গৃহস্থালী পর্যায়ে নিরাপদ পানি সরবরাহসহ দ্বি-স্তর কৃষি একটি নতুন ধারণা, তাই যে সকল প্রতিষ্ঠানে এরূপ সৌরশক্তি নির্ভর সেচ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে আরডিএ পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণার তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। এছাড়া প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য পৃথক গবেষণা পরিচালনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

৩.৩) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প অনুমোদন ও ১ম অর্থছাড় (২১.০৬.২০১৮ খ্রি. তারিখে) প্রক্রিয়ায় প্রায় এক বছর বিলম্বিত হওয়া, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এবং প্রকল্পের কার্যক্রম শস্য মৌসুম নির্ভর হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি- মর্মে সভায় আলোচনা হয়। যেহেতু এ পর্যন্ত প্রকল্পটির কোন সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি হয়নি বিবেচনায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে রেখে প্রকল্প No Cost Extension এর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

৩.৪) উপ-প্রকল্প স্থাপনের সমুদয় ব্যয়ের (৫৭.৫০ লক্ষ) ১০% অর্থ উপকারভোগী/উপপ্রকল্প বাস্তবায়নকারী গ্রুপ/এনজিও কর্তৃক ডাইন পেমেন্ট হিসেবে গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেচ কার্যক্রম সরকারের অগ্রাধিকার ও ভর্তুকী নির্ভর খাত হিসেবে বিবেচিত হলেও অবশিষ্ট অর্থ ফেরৎ এ বিষয়ে অনুমোদিত ডিপিপিতে সুস্পষ্ট (At least 30% of the agreed capital cost of the sub project will be borne by the samity (Page-25) After paying initial deposit 5% of the total capital investment, the formal/ informal groups have to pay rest 5% within 5 years এবং পরবর্তী প্যারায় Total investment and recurrent cost will be borne by the samity. Initially Government just provides the fund and that will be refunded within 15 years (Page-15) এবং Page-74): The formal or informal group will have to pay 10% of the establishment cost at a time) না থাকায় প্রকল্প পরিচালক অবশিষ্ট অর্থ মৌকুফের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। যদিও অবশিষ্ট অর্থ ১৫ বছরে পরিশোধের বিষয়ে ইতোমধ্যে আরডিএ ও কৃষক গ্রুপ/এনজিও মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত রয়েছে। এতদবিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ প্রতিনিধি জানান, প্রকল্পটি গবেষণামূলক এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে সেচ কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার সেচ কার্যক্রম ভর্তুকী /স্বল্প মূল্যে সম্প্রসারণ করে থাকে। বিএডিসি এবং বিএমডিএ পরিচালিত সোলার প্রকল্পগুলিও প্রায় স্থাপন ব্যয় ৬০-৭০ লক্ষ টাকা; যেখানে ভরতুর্কী /স্বল্প মূল্যে কৃষক গ্রুপের নিকট বাৎসরিক ৪০/৪৫ হাজার টাকার বিনিময়ে সেচ পরিসেবা পরিচালনা করে থাকে। এ সকল প্রকল্পের পরিচালনা কৃষক গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বিএডিসি এবং বিএমডিএ মাধ্যমে নির্বাহ হয়ে আসছে বলে সভাকে অবহিত করেন। তবে অনুমোদিত ডিপিপিতে বিষয়টি সুস্পষ্ট না থাকায় তা প্রকল্প সংশোধনকালীন বিষয়টি স্পষ্ট করে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে।

৪.০ সিদ্ধান্ত:

৪.১) সরকারী নির্দেশনায় যেখানে থ্রী-ফেজ সংযোগ বিদ্যমান সেসব এলাকায় গ্রীড ইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৪.২) প্রকল্পটি প্রায়োগিক গবেষণা বিবেচনায় প্রকল্প অর্জিত অভিজ্ঞতা অন্যান্য সরকারি/বেসরসকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সমধর্মী প্রকল্পের সাথে তুলনামূলক গবেষণা করা। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী সম্প্রসারণধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৩) উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনায়, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি ০১ (এক) বছর No Cost Extension এর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.৪) প্রকল্পটি গবেষণামূলক এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে সেচ কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সেচ কার্যক্রম ভর্তুকী নির্ভর বিবেচনায় অবশিষ্ট ৯০% মওকুফ করে প্রকল্পমূল্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

যেহেতু সম্পূর্ণ অর্থ ১৫ বছরে পরিশোধের বিষয়ে ইতোমধ্যে আরডিএ ও কৃষক গ্রুপ/এনজিও মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত আছে বিধায় এ বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে পরবর্তী পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform-এ অংশগ্রহণকারি সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৪৫.১৪.০১২.১৪(অংশ-১)-১১৩

তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
১৬ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৬) প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৭) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৮) পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১০) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এপিএ সেল, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১১) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১২) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৩) প্রকল্প পরিচালক, "সৌর শক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা
উপসচিব